শুধু অনুভবের ভাষা দিয়েই সব কথা বলা যায় না, কিছু কিছু অনুভূতি কবিতার পর কবিতায় গড়ে ওঠে—একটি হৃদয়ের নীরব চিঠি হয়ে। “তোমার স্পর্শে গোধূলি রঙিন” কাব্যগ্রন্থটি ঠিক তেমনই একটি অনুভবের সংগ্রহ, যেখানে প্রেমের রঙ, আবেগের ব্যথা, হারিয়ে ফেলা মুহূর্ত আর নরম ভালোবাসা মিশে এক গভীর অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করেছে।

এই বইয়ে আমি প্রেমকে দেখেছি গোধূলির আলোয়—কখনও তা রঙিন, কখনও মেঘে ঢাকা, আবার কখনও নিঃশব্দ সন্ধ্যার মতো নিঃসঙ্গ। প্রতিটি কবিতা যেন নিজের মতো করে কাউকে খুঁজে ফেরে, প্রতিটি ছন্দে আছে ভালোবাসার নিঃশব্দ ডাক।

এই কাব্যগ্রন্থ আমার হৃদয়ের খুব কাছের। কিছু অনুভূতি আছে, যা শব্দ না হলে বোঝানো যেত না, তাই লিখেছি। পাঠকের মনে যদি এই কবিতাগুলি একটুও অনুরণন তোলে—তবেই এই লেখা, এই সৃষ্টি, এই স্বপ্ন সফল হবে।

NASIM
Cover Design

তোমার স্পর্শে গোধূলি রঙিন

আকাশ আহমেদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

আকাশ আহমেদ

তোমার স্পর্শে গোধূলি রঙিন

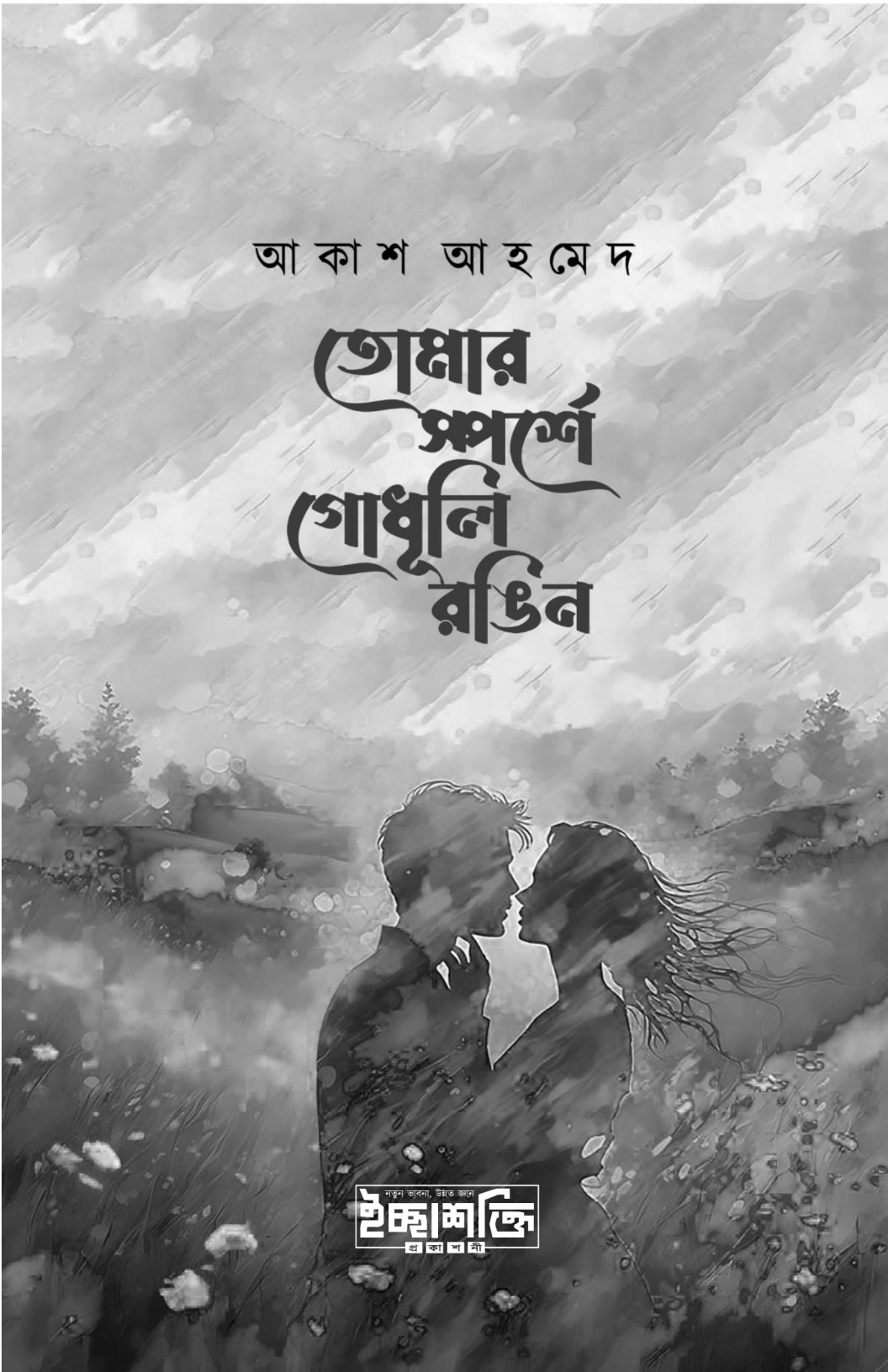

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

উৎসর্গ

যাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, তবু যার ছায়া
আমার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
যিনি আমার জন্মের আগেই চলে গেছেন অজানার দেশে,
তবু রেখে গেছেন তার কলমের ছোঁয়া, অনুভূতির স্পর্শ।

তিনিই আমার কবি হওয়ার প্রথম অনুপ্রেরণা।
তাকে কোনোদিন "দাদা" বলে ডাকতে পারিনি,
কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীর থেকে এই বই তারই
স্মৃতির কাছে সমর্পণ করলাম।

প্রিয় দাদা,
(ফজলুল হক)
আপনার জন্য আমার এই শব্দবন্ধ,
যেখানে আপনার অস্তিত্বের ছায়া চিরকাল বেঁচে থাকবে।

ভূমিকা

কবিতা, মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলোর নিঃশব্দ ভাষ্য। প্রতিটি পংক্তি যেন আত্মার কান্না, প্রতিটি উপমা যেন স্মৃতির খাঁচায় বন্দি একটি নির্ভার পাখি, আর প্রতিটি কবিতা যেন জীবনের একেকটি অসমাপ্ত অধ্যায়। "তোমার স্পর্শে গোধূলি রঙিন" এমন এক কাব্য সংকলন, যেখানে ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, প্রকৃতি, আত্মোপলব্ধি ও সময়ের করুণ অথচ সুন্দর এক মেলবন্ধন ঘটেছে।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কবিতা লেখকের একান্ত আত্মদর্শনের প্রতিফলন। এখানে গোধূলির আবছা আলো যেমন প্রেমের পরশে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি কখনো তা ভেসে যায় নিঃসঙ্গতা কিংবা না-পাওয়ার বিষণ্ন জলে। কবির কলমে উঠে এসেছে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-অপ্রেম, আশা-হতাশা, স্বপ্ন ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব। কখনো প্রেমিকার চোখের গভীরতা, কখনো জীবনের ক্লান্ত সন্ধ্যা, কখনো আবার আকাশের অসীমতা—সবকিছুতেই কবি খুঁজে পেয়েছেন এক রঙিন গোধূলি, যা শুধুই "তোমার" স্পর্শে রাঙিয়ে উঠেছে।

এই কাব্যগ্রন্থ পাঠকের অন্তরে এক সজীব আবেগের সঞ্চার করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। এতে ব্যবহৃত ভাষা সরল, হৃদয়গ্রাহী এবং উপমাগুলো অনন্য, যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় কবিতার গভীরতায়। কবিতা শুধু শব্দের সমাহার নয়, এটি অনুভবের ক্ষেত্র, হৃদয়ের একটি মুক্ত অঞ্চল। আর এই সংকলন সেই মুক্ত অঞ্চলে অবাধ বিচরণ করতে দেয়, যেখানে পাঠক নিজেকে খুঁজে পাবে, হারিয়ে যাবে আবার নিজেই ফিরে আসবে।

"তোমার স্পর্শে গোধূলি রঙিন" শুধুমাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি এক প্রেমের যাত্রা—যেখানে গোধূলি মানেই ভালোবাসার স্মৃতি, হারানোর ব্যথা, আর ফিরে পাওয়ার এক অদ্ভুত আশা। পাঠকের হৃদয়ে এই সংকলন আলোকপাত করুক, তা-ই আমাদের কামনা।

সূচিপত্র

গোধূলি দিবে প্রশ্রয় ৯
চিঠির অপেক্ষায় ১০
দুঃখের দিকে চেয়ে ১২
তোমার রূপকথা সত্য হবে ১৩
কমলাবতী ১৪
তোমার ছায়াতলে ১৫
তুমি আসবে বলে ১৬
প্রণয়ের বাতাস ১৭
বসন্তের হারানো মায়া ১৮
পুতুল নামক চরিত্র ১৯
শেষ ফাগুনেরই মাস ২০
মায়া ২১
স্মৃতি ২২
অলিন্দে অপেক্ষার আলো ২৩
মেঘেদেরই রাত আকাশে ২৪
বিষাদ ২৫
বর্ষা ২৬
তেমনই এক বসন্তে ২৭
তুমি-আমি ২৮
২৯ মেঘবতী
৩১ বসুন্ধরার প্রেম
৩২ কৃষ্ণচূড়ার পাহাড়
৩৩ হোক আমাদের মরণ
৩৪ না-বলা ভালোবাসা
৩৫ সবটা ভুলে গেছি
৩৬ হঠাৎ
৩৭ জোছনামাখা একটি রাত
৩৮ সে কি ফিরবে?
৩৯ তুমি সেই বালিকা না?
৪০ করো নাকো ভুল
৪১ কবিতা
৪৩ মিথ্যা ভালোবাসা
৪৪ স্মৃতিরা বলতে শিখেছে কথা
৪৫ অতীতের প্রতিধ্বনি
৪৬ প্রজাপতির জীবন
৪৭ তুমি
৪৮ গোধূলি বেলার প্রেম

গোধূলি দিবে প্রশ্রয়

মনের মাঝে সন্ধ্যাতারা,
হৃদয়ে ঝরা ফুল।
মায়াবতী চাই দূর আকাশ,
আমার আকাশ ভুল!

প্রজাপতির ঐ নীল রঙেতে;
রাঙিয়ে চোখের পাতা।
আমার বক্ষ শূন্য করে
দিলি'রে শত ব্যথা।

মেঘের ভেলায় ভাসলি'রে তুই
মোহনচূড়ার সঙ্গে।
মেঘ কেটে গেলে আসিস ফিরে
কুঞ্জ ছায়ার বঙ্গে।

কল্পনাময় রঙিন ছায়া
দেয় না কখনো আশ্রয়।
তুই যদি হাতটি ধরিস—
গোধূলি দিবে প্রশ্রয়।

প্রণয়ের বাতাস

বাতাসে মেঘ বইছে
শেষ প্রহরের প্রেমে।
প্রণয়ের ঘুম ভেঙে গেল
বিরহের দিন জ্যামে।

কবির মনে হাজার শব্দ
প্রিয়তমা কে ভেবে।
মনের মাঝে দুঃখ কথা
প্রতি নিশিতে জাগে।

দুঃখের বনে কাঁদে না কেউ
দেখিয়ে সবাই হাসে।
শেষ হাসিটা ত্যাগ করে যে
প্রেম তার মনেই জাগে।

বৈঠা বিহীন তরীর মনে
সর্বক্ষণ ভয় থাকে।
দুঃখের সাগরে ভেসে যদি যায়
কে ফেরাবে তাকে?

ঘুড়ির মনে আনন্দ—উল্লাস
কতক্ষণই বা থাকে।
টান দিলেই তার হাসি—খুশি সব
দুঃখের আকাশে ভাসে।

আলতো করে ছুলেই যদি
দূরে যায় আকাশ।
কবেই আমি ছুঁইতাম,
সে যে; প্রণয়ের বাতাস!

গোধূলি বেলার প্রেম

গোধূলি আজ রঙিন হবে
প্রজাপতির বেশে।
তোমার স্পর্শ পাবে বলে
রঙিন হয়ে আসে।

খুঁজবো নেশা তোমার মনে
গোধূলি বেলার প্রেমে।
ফুলে ফুলে প্রেম ছড়াবো
গোলাপের নির্যাস ঘ্রাণে।

সোনালী রোদে হেঁটে হেঁটে যাবো
মায়া বনের পাহাড়ে।
পৌঁছে গেলেই গোধূলি নামবে
তোমার মনের আষাঢ়ে।

আড়ালে থেকে ভালোবাসবো
কাছে এলেই মেঘ ছড়াবো।
মেঘ কেটে গেলেই আসবে ফিরে
রঙিন গোধূলি ক্ষণে ক্ষণে।

সমাপ্ত